গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সড়ক নং ১২/এ, বাড়ী নং ৪৪ (২য় তলা), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmedutrust.gov.bd

০৫/৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর 'উপদেষ্টা পরিষদ' সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সভাপতি উপদেষ্টা পরিষদ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।
সভার তারিখ	ঃ ০৫ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিঃ ; রোজ রবিবার।
সময়	ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	ঃ 'চামেলী', প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
সভার উপস্থিতি	ঃ পরিশিষ্ট -"ক" তে সংযুক্ত করা হলো।

আলোচনার শুরুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সভাপতি সভায় উপস্থিত ট্রাস্টের 'উপদেষ্টা পরিষদ' ও 'ট্রাস্টি বোর্ডে'র সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছিলেন। শিক্ষিত জাতি ছাড়া দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব নয়, বিধায় বর্তমান সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে এ ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে তাঁর সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৫ বছরে শিক্ষার হার ২০% বেড়ে হয়েছিল ৬৫%। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষার উন্নয়নের গতি মন্থর হয়ে পড়ে। বিগত ৫ বছরে তাঁর সরকার শিক্ষা সহ সামাজিক ব্যবস্থা খাতের প্রভুত উন্নতি সাধন করেছে। ২০১৫ সালে ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৭৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে ৩২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯২৩ টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১.২৮ কোটি। দুর্গম এলাকায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি করার জন্য আবাসিক স্কুল চালু করা হচ্ছে। এ ছাড়াও প্রতিবন্ধি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। তিনি আরো বলেন যে, আমাদের দেশে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসুচি গুলোও বন্ধ করে দেয়া হয়। আর সে কারণে আইন করে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে সরকার বদল হলেও শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি সহায়তা অব্যাহত থাকে। তিনি বলেন যে, ট্রাস্ট ফান্ডে সীডমানি হিসেবে ১০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সভাকে তিনি আরো অবহিত করেন যে, টেলিফোন কলের উপর যে ১% সারচার্জ আরোপ করা হয়েছে, তা থেকেও অর্থ ট্রাস্ট ফান্ডে প্রদান করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, সমাজের বিত্তশালীদের নিকট থেকে অনুদান সংগ্রহ করে এ ফান্ড বাড়ানো হবে। যাঁরা এ ফান্ডে অনুদান প্রদান করবেন, তাঁদের আয়কর রেয়াতের ব্যবস্থা করা হবে।

৪। অতঃপর মাননীয় সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ নূরুল আমিন, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সচিব ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভার আলোচ্যসুচি অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয় ঃ

ক্রঃ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	**গত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ** গত ১৩/৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে 'চামেলী', প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকায় 'উপদেষ্টা পরিষদ'-এর অনুষ্ঠিত প্রথম সভার কার্যবিবরণী সর্ম্পকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বলেন যে, গত সভার সিদ্ধান্ত: ৩.৩ অনুযায়ী ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ট্রাস্টের আওতায় ১.১৬ (এক লক্ষ ষোল হাজার) লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করার কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে ১,২৯,৮১০ (এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত দশ) জন ছাত্রীর মাঝে ৭২.৯৫ কোটি টাকা উপবৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়েছে।	সভায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ট্রাস্টের আওতায় ১.১৬ (এক লক্ষ ষোল হাজার) লক্ষ শিক্ষার্থীর পরিবর্তে ১,২৯,৮১০ (এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত দশ) জন ছাত্রীর মধ্যে ৭২.৯৫ কোটি টাকা উপবৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয় মর্মে কার্যবিবরণীতে সংশোধন এনে কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।
০২.	**গত বছরের ট্রাস্টের কার্যক্রম পর্যালোচনাঃ** ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ০১ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিঃ থেকে ঢাকার ধানমন্ডিস্থ শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার সেন্টারের ২য় তলায় ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।		

	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে প্রথম বারের মতো উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ১৫,৯৫৭ জন ছাত্র এবং ১,৫৮,৪৮৯ জন ছাত্রীসহ মোট ১,৭৪,৪৪৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯৮,০৩,৮৬,৫২০/- (আটানব্বই কোটি তিন লক্ষ ছিয়াশি হাজার পাচঁশত বিশ) টাকা উপবৃত্তি বাবদ প্রদানের জন্য প্রকল্প পরিচালক, স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প বরাবর ছাড় করা হয়েছে। তিনি সভাকে আরো বলেন **www.pmedutrust.gov.bd** নামে ট্রাস্টের একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। ট্রাস্টের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৪ প্রকাশিত হয়েছে এবং তা বিভিন্ন পর্যায়ে বিতরণও করা হয়েছে। নারী শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ তথা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের সহায়তায় ২০ (বিশ) হাজার পোষ্টার ছাপিয়ে তা বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। ট্রাস্টের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। ট্রাস্টের কর্মকর্তাদের জন্য প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ থেকে ১২ আসনের একটি এসি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে এবং ট্রাস্টে ১ম শ্রেণির ০২টি ও ২য় শ্রেণির ০১টি পদে জনবল নিয়োগের নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি সভাকে আরো বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের নামে বর্তমানে ০৫টি সরকারী তফসিলি ব্যাংকে বিভিন্ন মেয়াদে ১০ (দশ)টি এফডিআর হিসেবে মোট ১০৮৪,৭৩,৯১,৫৬২.৫০ (এক হাজার চুরাশি কোটি তিয়াত্তর লক্ষ একানব্বই হাজার পাঁচশত বাষট্রি টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা জমা আছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'ট্রাস্টি বোর্ডে'র তিনটি সভা যথাক্রমে ০২/৫/২০১৩ খ্রিঃ, ১১/৬/২০১৪ খ্রিঃ এবং ১২/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি জানান যে, ট্রাস্ট কর্তৃক 'দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিত করণের আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০১৫' এবং; 'দূর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা,২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষে ০৬টি বিভাগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২০টি জেলায় শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকল্পে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। অতঃপর সভার সদস্যগণ ট্রাস্টের কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়নের জন্য সভাকে অনুরোধ জানান।	ট্রাস্টে ১ম শ্রেণির ০২টি ও ২য় শ্রেণির ০১টি পদে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।
০৩.	**<u>গত ২৩/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের আওতায় উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে মেয়েদের ৭৫% এবং ছেলেদের ২৫% সংস্থান রাখা ও অর্থ সংগ্রহের বিষয়ে আলোচনাঃ</u>** ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে বর্তমানে ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে এবং গত ২৩/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ একনেক সভায় প্রকল্পের নাম সংশোধন করে 'ছাত্রীদের' পরিবর্তে 'শিক্ষার্থীদের' করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তিনি আরো জানান গত ২৩/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে মেয়েদের ৭৫% এবং ছেলেদের ২৫% সংস্থান রাখা হয়েছে। সারাদেশে ছাত্রী ৭৫% এবং ছাত্র ২৫% কে উপবৃত্তি দিতে হলে অনেক অর্থের প্রয়োজন।	ক) 'স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে প্রকল্পের বিদ্যমান উপবৃত্তি যোগ্য শিক্ষার্থী নির্বাচনী মানদন্ড অনুযায়ী নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রী ও ছাত্রদের শতকরা হার হবে ৭৫% ও ২৫%; এবং খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নির্বাচন পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থী ও বৃত্তিপ্রাপ্ত সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।	সচিব, পরিকল্পনা কমিশন সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট; মহাপরিচালক, মাউশি; এবং প্রকল্প পরিচালক, স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প।

	এ পর্যায়ে জনাব মোঃ হুমায়ুন খালিদ, সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে, স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের আওতায় ১১টি বিশেষ জেলা এবং ০৬টি বিশেষ উপজেলায় ৭৫% ছাত্রীকে ও ২৫% ছাত্রকে; বাকী ৫৩টি জেলায় (উল্লিখিত ০৬টি উপজেলা বাদে) মানদন্ড অনুযায়ী নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতে ৩০% ছাত্রী ও ১০% ছাত্রকে উপবৃত্তি প্রদান করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চলমান উপবৃত্তি প্রকল্পসমূহ ট্রাস্টের আওতায় এনে ট্রাস্ট থেকে সকল উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, প্রতিবৎসর মোট কত শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে এবং কত শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে, তার একটি ডাটাবেজ থাকা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে শিক্ষা সচিব জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বিষয়টির সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। সভায় তিনি আরো বলেন, সকল উপবৃত্তি কার্যক্রম এক জায়গা থেকে পরিচালিত হলে ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস পাবে। আলোচনার এ পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে যে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এ ট্রাস্টের অধীন উপবৃত্তি সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকল্পগুলো পরিচালিত হবে যা জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে এক বিরল ঘটনা। তিনি আরো বলেন, প্রতিবৎসর ১ জানুয়ারি উৎসব মুখর পরিবেশে যে ভাবে সমগ্র দেশব্যাপী বই বিতরণ করা হয়, ঠিক একইভাবে এ উপবৃত্তি বিতরণ সারাদেশে একটি নির্দিষ্ট দিনে করা হলে এর ব্যাপক প্রচার ঘটবে। সভায় উপস্থিত একাধিক সদস্য এ বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।		
০৪.	<u>ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহের বিষয়ে আলোচনাঃ</u> ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ট্রাস্ট ফান্ডে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে জিওবি থেকে সীডমানি হিসেবে ১০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হলেও পরবর্তীতে আর কোন অর্থ সীডমানি হিসেবে ট্রাস্টে প্রদান করা হয় নি। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরো জানান যে, বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান, সমাজের বিত্তবান, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের বিষয়ে একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে 'ট্রাস্ট ফান্ড' সংগ্রহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে একটি যৌথসভার আয়োজন করা যেতে পারে। এ ছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ উপস্থিতিতে 'ট্রাস্ট তহবিল সংগ্রহ সপ্তাহ' উদযাপন করা যেতে পারে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী জানান যে, 'ট্রাস্ট ফান্ড' সংগ্রহে তিনি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী সভায় জানান যে, তিনি ট্রাস্টে ১০.০০ কোটি টাকা অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। এ ছাড়াও, ট্রাস্ট ফান্ডে অনুদান সংগ্রহের বিষয়ে তিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন যে, কেবলমাত্র সরকারের উপর নির্ভর না করে অন্য উৎস থেকেও অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। তিনি সভাকে আরো বলেন যে, ট্রাস্ট ফান্ড সংগ্রহ ও উপবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান একই সাথে আয়োজন করা গেলে ট্রাস্টে অনুদান প্রদানে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাবে।	মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে আলোচনাক্রমে 'ট্রাস্ট ফান্ড' সংগ্রহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।

	এ পর্যায়ে জনাব মাহবুব আহমেদ, সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ বলেন যে, অর্থ সংগ্রহ সপ্তাহ পালনসহ অন্য উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের উপর গুরুত্ব প্রদান করা যায়। তিনি আরো জানান যে, মোবাইল কলের উপর যে ১% সারচার্জ আরোপ করা হয়েছে তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে প্রদান করা হবে।		
০৫.	<u>বিবিধঃ</u> আলোচনার এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ১২.৫% সুদ হারে ১০০০.০০ কোটি টাকার এফডিআর হতে ১২৫ কোটি টাকা সুদ পাওয়া যায়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ১২.৫% হারে এফডিআর হতে ১২৫ কোটি টাকা সুদ পাওয়া যায়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৯% - ৯.৫% হারে এফডিআর হতে ১০০ কোটি টাকা সুদ পাওয়া যাবে। সভায় তিনি আরো বলেন, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১১টি বিশেষ জেলায় মেয়েদের ৭৫% এবং ছেলেদের ২৫% হারে এবং বাকী ৫৩টি জেলায় মেয়ে ৩০% এবং ছেলে ১০% হিসেবে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য প্রয়োজন হবে প্রায় ১৩৩ কোটি টাকা এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য প্রয়োজন হবে প্রায় ১৭৩ কোটি টাকা। সে কারণে ট্রাস্টে অর্থের সংস্থান করা প্রয়োজন। আলোচনার এ পর্যায়ে সভাপতি, এফবিসিসিআই, কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ জানান যে, ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তিনি আরো বলেন, ব্যবসায়ী ও ব্যাংক মালিকদের তালিকা তৈরী করে তিনি ট্রাস্টে অনুদান সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন। অধ্যক্ষ, ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ, মোছাঃ সুফিয়া খাতুন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলেন যে, বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হবে। আলোচনার এ পর্যায়ে ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় যেরূপভাবে প্রাথমিক থেকে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে, তা যদি মাদ্রাসা শিক্ষা বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষায়ও প্রদান করা হয়, তাহলে দেশের সকল শিক্ষার্থী উপকৃত হবে। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, কওমী মাদ্রাসার বিষয়ে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং কমিশনের কার্যক্রম প্রায় শেষের দিকে। এ ছাড়াও, উচ্চ পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার জন্য দেশে একটি ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।	এফবিসিসিআইও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (BAB) ব্যবসায়ী ও ব্যাংক মালিকদের তালিকা তৈরী করে ট্রাস্টে অনুদান সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন।	সভাপতি, এফবিসিসিআই; সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস(BAB); এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।

৫। অতঃপর আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় মাননীয় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ নূরুল আমিন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিঃ সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
ও
সদস্য সচিব
ট্রাস্টি বোর্ড
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

(মো. নজরুল ইসলাম খান)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি)
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(শেখ হাসিনা)
প্রধানমন্ত্রী
ও
সভাপতি
উপদেষ্টা পরিষদ
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট